দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 19 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩ ...

■ ফরম ফিলাপের নামে চলছে ওপেন সিক্রেট বাণিজ্য

শিক্ষা খাতে বাণিজ্য বন্ধ করুন

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত অর্থ আদায় যেন নিয়মে পরিণত হয়েছে। দুঃখজনক হলেও সত্য, 'ফরম ফিলাপের নামে চলছে ওপেন সিক্রেট বাণিজ্য'– পত্রিকায় এমন শিরোনামও পড়তে হয়। এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার ফরম পূরণ বাবদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অতিরিক্ত ফি আদায় কোনোভাবেই বন্ধ করা যাচ্ছে না। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের প্রতিবাদ, সচেতন মহলের উদ্বেগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের 'কঠোর নির্দেশ' কোনো কিছুই কাজ করছে না। রাজধানীর অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন কৌশলে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ধার্যকৃত অর্থের চেয়ে পাঁচ-ছয়গুণ অতিরিক্ত অর্থ আদায় করছে বলে অভিযোগ উঠেছে, যা খুবই দুঃখজনক।

২০১৭ সালের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) ও সমমানের পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে এখন চলছে পরীক্ষার্থীদের ফরম পূরণ কার্যক্রম। এ ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত ফির অতিরিক্ত অর্থ আদায় না করতে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে একাধিকবার সতর্ক করে দিয়েছেন খোদ শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। গত সোমবারও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বলা হয়েছে, পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে যেন অতিরিক্ত অর্থ আদায় না করা হয়। এ বিষয়ে আদালতেরও সুনির্দিষ্ট আদেশ রয়েছে। কিন্তু শিক্ষা বোর্ড, শিক্ষামন্ত্রী ও মন্ত্রণালয়ের তথা সরকারের এবং আদালতের আদেশ-নির্দেশ উপেক্ষা করে রাজধানীর অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই ফরম ফিলাপের নামে চলছে ওপেন সিক্রেট বাণিজ্য; আদায় করা হচ্ছে পাঁচ-ছয়গুণ বেশি ফি। বড় অঙ্কের ফি আদায় করায় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা ক্ষুব্ধ। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের জিম্মি করে এই বাড়তি ফি আদায়ের দৌরাত্ম্য চলছে বহু দিন থেকেই। যথাযথ মনিটরিংয়ের অভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়মের ধার না ধেরেই তাদের বাণিজ্য চালিয়ে যেতে পারছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের বার্ষিক আয়ের একটা বড় খাত হিসেবে নিচ্ছে ফরম ফিলাপে বাড়তি অর্থ আদায়ের বিষয়টিকে, যা কিনা শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের ঘাড়ের ওপর এখন একটা বিশাল খাঁড়া। রাজধানীর প্রায় প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে একই তথ্য পাওয়া গেছে। এভাবে চলতে থাকলে সামনে এমন সময় আসবে যখন মেধাবী হলেও দরিদ্র জনগোষ্ঠী প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগ্রহণে অপারগ হয়ে পড়বে– এমন আক্ষেপও শোনা গেছে উদ্বিগ্ন অভিভাবকদের কণ্ঠে। বিষয়টি সার্বিক অর্থেই আতঙ্কের। এর অবসান হওয়া জরুরি।

> অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে তদন্ত করে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সরকারের সদিচ্ছা ও আইনের যথাযথ প্রয়োগই পারে শিক্ষা ক্ষেত্রে এসব অনিয়ম বন্ধ করতে। শিক্ষা বোর্ড অভিযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিধি মেনে চলতে বাধ্য করবে– এমন প্রত্যাশাই সবার

আইনগত ব্যবস্থা নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ফরম পূরণের বাণিজ্য বন্ধে কঠোর হতে হবে। পরীক্ষার ফরম পূরণের ফি নির্ধারিত হারে স্বতন্ত্রভাবে আদায় নিশ্চিত করা জরুরি। এর জন্য মনিটরিং ব্যবস্থা জোরালো করতে হবে। অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে তদন্ত করে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সরকারের সদিচ্ছা ও আইনের যথাযথ প্রয়োগই পারে শিক্ষা ক্ষেত্রে এসব অনিয়ম বন্ধ করতে। শিক্ষা বোর্ড অভিযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিধি মেনে চলতে বাধ্য করবে– এমন প্রত্যাশাই সবার।